50005 - দুধপানকারিনী ও গর্ভবতী মায়রে রোজা রাখার বধিান

প্রশ্ন

আমার স্ত্রী আমার ১০ মাসরে শশিু সন্তানকে দুগ্ধপান করান। তাঁর জন্যে কি রমজানরে রোজা না-রাখা জায়যে হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

দুগ্ধপানকারিনী ও গর্ভবতী মায়রে দুইটি অবস্থা হতে পারে:

১. রোজা রাখার দ্বারা তার স্বাস্থ্যরে উপর কোন প্রভাব না পড়া। অর্থাৎ তার জন্য রোজা রাখাটা কষ্টকর না হওয়া এবং তার সন্তানরে জন্যওে আশংকাজনক না হওয়া। এমন নারীর উপর রোজা রাখা ফরজ; তার জন্য রোজা ভাঙ্গা নাজায়যে।

২. রোজা রাখলে তার নজিরে স্বাস্থ্য অথবা সন্তানরে স্বাস্থ্যরে ক্ষতি হওয়ার আশংকা করা এবং তার জন্যে রোজা রাখাটা কষ্টকর হওয়া। এমন নারীর জন্য রোজা না-রাখা জায়যে আছে; তনিি এ রোজাগুলো পরবর্তীতে কাযা পালন করবনে। বরং অবস্থায় এ নারীর জন্য রোজা না-রাখাই উত্তম; রোজা রাখা মাকরূহ। বরং কোন কোন আলমে উল্লখে করছেনে যদি তার সন্তানরে স্বাস্থ্যরে ক্ষতরি আশংকা হয় তাহলে তার উপর রোজা ছড়েে দয়ো ফরজ; রোজা রাখা হারাম।

আল-মুরদাউয়ি 'আল-ইনসাফ' নামক গ্রন্থে (৭/৩৮২) বলনে:

"এমতাবস্থায় এ নারীর জন্য রোজা রাখা মাকরূহ...। ইবনে আকীল উল্লখে করছেনে য, গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিনী নারী যদি নজিরে গর্ভস্থতি ভ্রূণ ও সন্তানরে ক্ষতরি আশংকা করনে তাহলে রোজা রাখা জায়যে হবে না; আর যদি ক্ষতরি আশংকা না করনে তাহলে রোজা ছড়েে দয়ো জায়যে হবে না।" সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) ফাতাওয়া আল-সয়িাম গ্রন্থে (পৃষ্ঠা- ১৬১) বলনে:

যদি গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিনী নারী শারীরকিভাবে সবল ও কর্মোদ্যমী হয়, রোজা রাখার দ্বারা তার স্বাস্থ্যরে উপর কোন প্রভাব না পড়ে; তদুপরি কোন ওজর ছাড়া রোজা না-রাখে এর হুকুম কি?

তনিি উত্তরে বলনে:

“গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিনী নারীর জন্য কোন ওজর ছাড়া রমজান মাসরে রোজা না-রাখা জায়যে নয়। যদি ওজররে কারণে রোজা না-রাখে তাহলে রোজা কাযা করতে হবে। দলিল হচ্ছে- আল্লাহর বাণী: “তোমাদরে মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্যদনিগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫] আর এ দুই শ্রণেীর নারী অসুস্থ ব্যক্তরি পর্যায়ভুক্ত। যদি এ দুই শ্রণেীর নারীর ওজর হয় ‘তাদরে সন্তানরে স্বাস্থ্যহানরি আশংকা’ তাহলে কোন কোন আলমেরে মত, এরা রোজাগুলোর কাযা পালনরে সাথে প্রতদিনিরে বদলে একজন মসিকীনকে গম, চাল, খজেুর বা স্থানীয় প্রধান কোন খাদ্য সদকা করবে। আর কোন কোন আলমেরে মত, কোন অবস্থাতে তাদরেকে কাযা পালন ছাড়া আর কছিু করতে হবে না। কারণ খাদ্য প্রদানরে পক্ষে কতিাব ও সুন্নাহর কোন দলিল নইে। আর দলিল সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তি যে কোন প্রকার দায়ত্বি থকেে মুক্ত থাকা- মৌলকি বধিান। এটি ইমাম আবু হানফিার মাযহাব ও মজবুত অভমিত।” সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীনকে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি (ফাতাওয়াস সয়িাম পৃষ্ঠা-১৬২):

গর্ভবতী নারী যদি নজিরে স্বাস্থ্যহানি বা সন্তানরে স্বাস্থ্যহানরি আশংকায় রোজা না রাখে এর কী হুকুম?

উত্তরে তনিি বলনে: “আমাদরে জবাব হচ্ছে- গর্ভবতী নারীর দুইটি অবস্থার কোন একটি হতে পার:

১. শারীরকিভাবে শক্তশিালী ও কর্মোদ্যমী হওয়া, রোজা রাখতে কষ্ট না হওয়া, গর্ভস্থতি সন্তানরে উপর কোন প্রভাব না পড়া- এ নারীর উপর রোজা রাখা ফরজ। যহেতেু রোজা ছড়েে দয়োরজন্য তার কোন ওজর নইে।

২. গর্ভবতী নারী রোজা রাখতে সক্ষম না হওয়া: গর্ভ ধারণরে কাঠন্যিরে কারণে অথবা তার শারীরকি দুর্বলতার কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণে। এ অবস্থায় এ নারী রোজা রাখবে না। বশিষেতঃ যদি তার গর্ভস্থতি সন্তানরে ক্ষতরি আশংকা করে সক্ষেত্রে রোজা ছড়েে দয়ো তার উপর ফরজ। যদি সে রোজা ছড়েে দয়ে তাহলে অন্য ওজরগ্রস্ত ব্যক্তদিরে যে হুকুম তার ক্ষত্রেওে একই হুকুম হবে তথা পরবর্তীতে এ রোজাগুলো কাযা পালন করা তার উপর ফরজ। অর্থাৎ সন্তান প্রসব ও নফিাস থকেে পবত্রি হওয়ার পর এ রোজাগুলো কাযা পালন করা তার উপর ফরজ। তবে কখনো হতে পারে গর্ভধারণরে ওজর থকেে সে মুক্ত হয়ছেে ঠকি; কন্তিু নতুন একটি ওজরগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, অর্থাৎ দুগ্ধপান করানোর ওজর। দুগ্ধপানকারিনী নারী পানাহার করার মুখাপক্ষেী হয়ে পড়তে পার; বশিষেতঃ গ্রীষ্মরে দীর্ঘতর ও উত্তপ্ত দনিগুলোতে। এ দনিগুলোতে এমন নারী তার সন্তানকে বুকরে দুধ পান করানোর জন্য রোজা ছড়েে দয়োর প্রয়োজন হতে পার। এমতাবস্থায় আমরা সে নারীকে বলব: আপনি রোজা ছড়েে দনি। এ ওজর দূর হওয়ার পর আপনি এ রোজাগুলো কাযা পালন করবনে।” সমাপ্ত

শাইখ বনি বায (মাজমুউল ফাতাওয়া ১৫/২২৪) বলনে:

“গর্ভবতী ও দুগ্ধপানকারিনী নারীর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ও সুনান সংকলকগণরে গ্রন্থে সহহি সনদে আনাস বনি মালকি

আল-কাবী এর বর্ণতি হাদসি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়ছেে যে, তনিি এ দুই প্রকাররে নারীকে রোজা ছড়েে দয়োর অবকাশ দয়িছেনে এবং এদরেকে মুসাফরিরে পর্যায়ে গণ্য করছেনে। অতএব, জানা গলে যে, এরা মুসাফরিরে মত রোজা না-রখেে পরবর্তীতে কাযা পালন করবে। আলমেগণ উল্লখে করছেনে যে, রোগীর অনুরূপ কষ্ট না হলে অথবা সন্তানরে স্বাস্থ্যহানরি আশংকা না থাকলে এ দুই শ্রণেীর নারীগণ রোজা ছড়েেদবিে না। আল্লাহই ভাল জাননে।” সমাপ্ত

স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াতে (১০/২২৬) এসছে-

“গর্ভবতী নারীর উপরও রোজা রাখা ফরজ; তবে যদি রোজা রাখলে নজিরে স্বাস্থ্যহানি অথবা গর্ভস্থতি সন্তানরে স্বাস্থ্যহানরি আশংকা হয় তাহলে তার জন্যে রোজা না-রাখার অবকাশ থাকবে এবং প্রসব করার পর নফিাস থকেে পবত্রি হয়ে এ রোজাগুলো কাযা করবে।” সমাপ্ত